এ কী বেহুদা পাগলামি

চিলেকোঠার সেপাই

(ফ্রাঞ্জ কাফকা, ভাস্কর চক্রবর্তী ও সেঁজুতি শিকদার-কে)

১

নাচতে নাচতে তিনটে বিটকেল কৌতুক পানশালায় ঢুকে এল
জাতির আজ বড় দুর্দিন
একটা খাঁচা হন্যে হয়ে ঘুরছে তিলোত্তমা কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়
জুতসই তিনটে বাঘের খোঁজে
তিনজন কবি 'পা থেকে মাথা টলোমলো', হাঁটতে হাঁটতে
একদিন পেঙ্গুইন হয়ে গ্যালো

২

মায়ের ঢিলে জামার ভিতর কী আছে
জানতে চাওয়াটা অশ্লীল ব্যাপার
(জানাটা নয়, জানতে চাওয়াটা)

ঠিক তেমনই কবিতার মানে জানতে চাওয়াটাও—

৩

এই পৃথিবী
এই শহর
এই পরিবার
আমার বেঁচে থাকার জন্য পুরোপুরি অনিশ্চিত

তবে
আমি এখনও শ্বাস নিতে পারছি
(/অনুমতি দেওয়া হয়েছে)
এটা ভেবেই আমার উচিত
খুব চুপচাপ
খুব নিশ্চিন্তে
ঘরের এককোণায় দাঁড়িয়ে থাকা

৪

সেঁজুতি
কি সুন্দরই না হতো
যদি এই ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে
তোমার মতো বিশ্বাস করতে পারতাম
ঐশ্বরিক তাপ্পি মারাতে
তাহলে—
তাহলে হয়তো আমিও
কাগজফুল ভালোবাসতে পারতাম
বা নরেন্দ্র মোদি-কে ঘৃণা

৫

আপাতদৃষ্টিতে
কী সুন্দর অ্যাস্থেটিক
ঐ সিড়িঙ্গে গরীবগুলো
প্রকৃতির অপরূপ কৌতুক
হালকা টোকাতেই সরাতে পারবেন ওদের
হয়তো।
অথবা পারবেন না
কারণ ওদের পা শক্ত করে মাটিতে গাঁথা

৬

তুমি বসে থাকো
তোমার জানালায়
বা সন্ধ্যাবেলায়
বা 'পিৎজা-হাটের' দশনম্বর টেবিলে
জেনে রাখো
ঐ বার্তা কখনই আর এসে পৌঁছাবে না

বার্তাবাহক চাকরি হারিয়েছে

৭

সাবাশ রাজা
কী উজ্জ্বল তোমার কান্তি
ঐ ধবল হাতে যখন
চালাও চাবুক আমার পিঠে
আহা কী মধুর
ঐ চাবুকের প্রতিটা মার
ডোরা কেটে ব'সে পিঠে
নিজেকেই মনে হয় প্রকৃত বাঘ

৮

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা
যাদের হাঁটার কথা ধ্রুপদী ছন্দে
হাওয়ায় টুপি খসে পড়তেই
কুর্নিশ করে
তারা একে অপরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল

আমি ভয় পেলাম

৯

এমন শান্ত পায়ে আমি ছাদে গেলাম
ছায়া সরিয়ে
চাঁদিনি আলো সমস্ত শরীরে
ধ্যানমগ্ন হয়ে তোমার কথা ভাবতে শুরু করলাম
শরীর গরম হলো—
স্নান করে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম

কেউ কিছু টের পেল না

১০

উৎকৃষ্ট ঝাড়ুদারের মতো তুমি এমন নিঙড়ে ভালোবাসা বার করে আনছো আমার হৃদপিন্ড খুঁজে, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে তুমি আমার কামনার অন্তিম বিন্দুটুকু শুষে নিয়ে, আমায় ত্যাগ করবে। আর আমি ছিবড়ে হয়ে ঘুরে বেড়াব সমুদ্র-বমি অসুখ নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি রেস্তিখানার দরজায় দরজায়।

তাই 'আয়ত্তে-আনা-অসম্ভব' বুঝে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম (আগেও দেখেছি এতে আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই)। তারপর মুচড়ে পিছন ঘুরে জিগ্যেস করলাম:

"নিজের মানসিক অবস্থাটা এভাবে তুমি অন্যের উপর ঝাড়ছ ক্যানো?"

১১

আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। ভিড় বাসে কাপড়ে-কাপড়ে ঘষা লেগে ক্যানো আগুন জ্বলে উঠছে না অথবা এখনো ক্যানো আমি ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছায়ার সাথে ফুরফুর করে উড়ে চলেছি। যুক্তিসংগত নালিশ ছিল, সামসাভাই আমাকে তার রূপান্তরিত ডানা ধার দেয়নি। তবে আমার মূল সমস্যা ছিল, দোকানে সাজানো 'ম্যানিকিন'গুলোর চোখ নেই (তা আমায় কষ্ট দিয়েছিল কি?)। তাই নিজের চোখ খুলে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। অন্ধ সেজে তো দিব্যি কেটে গেল বছর পঁচিশ। ওরাও এবার দুনিয়াটা চোখে দেখুক না-হয়!

১২

ওহে ব্রাদার
আমার প্রিয় কেরানি-যুবক
অত লাফিও না
তোমারও রিপ্লেসমেন্ট তৈরি হয়ে আছে

বরং প্রশংসা পাবে
যদি ভাবুক বা মাতাল হতে পারো

১৩

একদিন
অবান্তর লেখার পাশে মাথা নত করে ঘুমিয়ে পড়ব
আর বাড়ি ফেরার স্টেশন পেরিয়ে যাবে
প্রতীক্ষার অবসান। আরোগ্যলাভ।

দরজা ভেজিয়ে রেখো
কখন বেরোতে হবে কে জানে!

১৪

বাড়ি দেখতে দেখতে ফিরছিলাম
মাটির সাথে ক্যামন পোক্ত হয়ে বসে আছে
হঠাৎ হাওয়া থেমে যেতেই, খেয়াল হল
বাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে আলাদা করে
যে সরু কালো ছায়াগুলো
তাদের আর দ্যাখা যাচ্ছে না
আমি দৌড় শুরু করলাম
তিনপাক অবাধ চক্কর দিলাম লেক-এ
তারপর মাতালের দ্যাখা পেলাম—
'ছায়াগুলো নাকি সে হজম করে ফেলেছে'

শহরটাকে আমার একটুও বিশ্বাস হল না

১৫

হে নির্লিপ্ত বেহায়া চেতনা
পোশাক পরো, ন্যাঙটামি বন্ধ করো
দিনকাল খারাপ, নিরীহ সর্দিজ্বর
কখন এপিডেমিক হয়ে উঠবে
কেউ জানেনা